সংবাদ

তারিখ .... 04 MAY 2016
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...১...

ভালুকায় ঝড়ে বিধ্বস্ত স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

গত বুধবার রাতে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে ভালুকা উপজেলার মেদিলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের টিনের চালা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আর্থিক সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল গৃহের সংস্কার কাজ করতে না পারায় বিদ্যালয়ের সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থীর লেখাপড়া নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার মেদিলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৪ সালে তা এমপিওভুক্ত হয়। সরকারিভাবে কোন অনুদান না পেলেও বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষক প্রায় সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থীকে নিজেদের অর্থায়নে নির্মিত ৭৫ ফুট লম্বা একটি হাফবিল্ডিং ঘরে এ যাবত দক্ষতার সঙ্গে পাঠদান করে আসছেন। বিদ্যালয়টি প্রায় প্রতিবছরই ভালো ফলাফল করেছে। এস এস সিতে ৯৭ থেকে ৯৮ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করার রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু গত বুধবার আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে স্কুলের পূর্বপাশের হাফবিল্ডিং ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পরলে ঘরটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে ৬৫ জন এস এস সি পরীক্ষার্থীসহ প্রায় সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পরেছে। একদিকে গাঁদাগাদি করে ক্লাস করতে হচ্ছে, তার ওপর ঝড়ে স্কুল রোমের টিনের চালা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় বারান্দা এমনকি স্কুল মাঠেও ক্লাস করাতে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ফাস্টবয় আলী আজগর ইমন, ফজলে রাব্বি, আল আমীন, এমরান, সাদিয়া আফরিন ও সায়লা আক্তার জানায়, সামনে তাদের এসএসসি পরীক্ষা কিন্তু ঝড়ে ক্লাসরোমের টিনের চালা ধ্বসে পড়ায় শ্রেণী কক্ষের অভাবে এবং বৃষ্টি হলে ক্লাস করতে পারছেন না। জরুরি ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষটি মেরামত এশান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়েলর প্রধান শিক্ষক মো: খাইরুল বাশার জানান, ঝড়ে বিদ্যালয়ের টিনের চালা ধ্বসে যাওয়ার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানো হয়েছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে বহুবার বিদ্যালয়ের অবকাঠানো উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দরখাস্ত করা হয়েছে কিন্তু সরকারীভাবে আদৌ কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ফলে কঠিন অবস্থার মধ্যদিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল আহসান তালুকদার জানান, মেদিলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন এবং আসছে মাসিক সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে।

মাদারীপুরে ১৪ দিনেও সন্ধান মেলেনি দুই কলেজছাত্রীর

প্রতিনিধি, মাদারীপুর

মাদারীপুরের শিবচরে একই দিনে দুই কলেজ ছাত্রী নিখোঁজ ঘটনায় ১৪ দিনেও মিলেনি তাদের সন্ধান। নিখোঁজ কলেজ ছাত্রীদের না পেয়ে পরিবারে বিরাজ করছে হতাশা। এ ব্যাপারে শিবচর থানায় জিডি করা হলেও পুলিশ তাকে উদ্ধারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে কৌশলে নারী পাচারকারীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। জিডি সূত্রে জানা গেছে, শিবচর উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের সেকান্দার খলিফার মেয়ে কলেজ ছাত্রী তসলিমা আক্তার (২২) গত ১৯ এপ্রিল থেকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়। তসলিমার সাথে মামাত বোন ডলিও ছিল। ডলি (২১) কুতুবপুরের হেলাল মোল্লার মেয়ে। তসলিমা বাড়ি থেকে বের হওয়ার ঘন্টাখানেক পর থেকেই তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে তসলিমার শ্বশুরবাড়িতে যোগাযোগ করলে তারা জানান তাদের বাড়িতে আসেনি। তসলিমা ও ডলি শিবচর নুরুল আমিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনার্সে শিক্ষার্থী। এব্যাপারে গত ২৫ এপ্রিল শিবচর থানায় জিডি করা হয়েছে। জিডি নং ১২৪৩। নিখোঁজ তসলিমার বাবা সেকান্দার খলিফা বলেন, আমার মেয়েও ভাগনি ১৪ দিন ধরে নিখোঁজ ওদের খোজ পাচ্ছি না। আমরা ধরনা করছি কেউ হয়ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তিনি এসময় তাদের উদ্ধারে প্রশাসনের সহায়তা কামনা করেন। এ ব্যাপারে শিবচর থানার ওসি মো. জাকির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, একটি মিচিং ডাইরি হয়েছে। কোন অপহরণকারী চক্রের হাতে পড়েছে নাকি অন্য কোন ঘটনা বিষয়টি নিয়ে আমরা তদন্ত চালাচ্ছি এবং তাদের উদ্ধারে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।